وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، (الحشر ٧)– ‘আমার রাসূল তোমাদের নিকটে যা নিয়ে আসেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক’ *(হাশর ৫৯/৭)*।

অথচ উক্ত লোকগুলি মুখে ও কলমে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসাগীতি গাইলেও তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য বিভিন্ন চোরাপথ তালাশ করে। আর সেকারণে তারা হাদীছকে প্রকাশ্যে অথবা পরোক্ষে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের ব্যাখ্যা যদি হাদীছে না আসত, তাহ’লে এই সব পণ্ডিত লোকগুলি কুরআনের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করতে পারত, যেভাবে ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতেরা তাওরাত-ইঞ্জীলের করেছে। তারা কেবল অপব্যাখ্যাই করেনি বরং মূল তাওরাত-ইঞ্জীলের মধ্যে শব্দ ও বাক্য সংযোজন ও বিয়োজন করে উক্ত এলাহী গ্রন্থদ্বয়কে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। ফলে ইহুদী-নাছারাগণ মূল তাওরাত-ইঞ্জীল থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের ধর্মযাজকদের পায়রবী করছে। ইসলামকেও যাতে অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য ‘আলেম’ নামধারী স্বার্থদুষ্ট কিছু দুনিয়াদার লোক হাদীছকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার পথে প্রধান অন্তরায় বিবেচনা করে হাদীছের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ ষড়যন্ত্র চলে আসছে, যা আজও অব্যাহত আছে। এই ষড়যন্ত্রের ধরণ ও পদ্ধতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ও প্রচারমূলক আন্দোলন ছাহাবাযুগ থেকে এযাবত অব্যাহত রয়েছে, যা ইতিহাসে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ নামে পরিচিতি।

দুনিয়ায় প্রেরিত ১ লক্ষ ২৪ হাযার পয়গাম্বর ও তন্মধ্যকার ৩১৫ জন রাসূলের কারুরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও তাঁদের কথা, কর্ম ও সম্মতিমূলক আচরণসমূহ সুরক্ষিত নেই একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যতীত। কারণ তিনি হ’লেন শেষনবী, বিশ্বনবী ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বাস্তব রূপকার। মূলতঃ ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও কুরআনের সর্বযুগীয় সমাধান হওয়া নির্ভর করছে হাদীছের বিদ্যমানতা ও বিশুদ্ধতার উপরে । আর সেকারণ আল্লাহ তাঁর প্রেরিত অহি-র হেফাযতের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন *(হিজ্‌র ১৫/৯)*। যা তিনি অন্যান্য এলাহী কিতাবের জন্য নেননি। কুরআন ও হাদীছ দু’টিই

আল্লাহ্র ‘অহি’ এবং দু’টিই আমরা একই নবীর মুখ দিয়ে শুনেছি। অতএব দু’টিই অভ্রান্ত এবং দু’টিরই হেফাযতের দায়িত্ব খোদ আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর কিছু বাছাইকৃত বান্দা ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে এর হেফাযত, খেদমত, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে জীবনপাত করে যাবেন, এটাই তাঁর প্রকাশ্য ওয়াদা *(বাক্বারাহ ২/১০৫)*। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করুন-আমীন।

হাদীছ-এর গুরুত্ব (أهمية الحديث)

১. ‘হাদীছ’ সরাসরি আল্লাহ্র ‘অহি’। কুরআন ‘অহিয়ে মাত্লু’ যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ ‘অহিয়ে গায়ের মাত্লু’ যা তেলাওয়াত করা হয় না। যেমন-

(ক) আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ‘রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে ‘অহি’ করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

(খ) তিনি অন্যত্র বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا– ‘আল্লাহ আপনার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম’ *(নিসা ৪/১১৩)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ... رواه أبو داؤدَ والترمذيُّ–

‘জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ’।[২] এখানে ‘কুরআন’ হ’ল ‘প্রকাশ্য অহি’ এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ’ল ‘হাদীছ’ যা ‘অপ্রকাশ্য অহি’।[৩] (ঘ) জিব্রীল (আঃ) সরাসরি নেমে এসে মানুষের বেশে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।[৪]

২. হাদীছ হ’ল কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– ‘আমরা আপনার নিকটে ‘যিক্‌র’ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে’ *(নাহ্‌ল ১৬/৪৪)*।

৩. হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ’তে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– (النساء ٦٥)–

‘আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে আপনাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর আপনার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ না করবে’ *(নিসা ৪/৬৫)*।

২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৩।
৩. ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, দিফা‘ ‘আনিস সুন্নাহ (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১৪০৯/১৯৮৯) পৃ: ১৫।
৪. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম, মিশকাত হা/২।

৪. হাদীছের বিরোধিতা করার কোন এখতিয়ার মুমিনের নেই। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا- (الأحزاب ٣٦)-

'কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

৫. হাদীছ মেনে নেওয়া উম্মতের উপরে অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)।

৬. হাদীছ অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- (آل عمران ٣١)-

'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। অত্র আয়াতে একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর ভালোবাসার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ শর্তযুক্ত। অতএব হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব নয়।

৭. হাদীছের বিরোধিতা করা কুফরী। যেদিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ-

'আপনি বলে দিন যে, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ কখনোই কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

Contents

৮. বিবাদীয় বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকেই ফিরে যেতে হবে, অন্যদিকে নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً- (النساء -(٥٩ 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে তোমরা বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। সেটাই হবে উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে সুন্দরতম' (নিসা ৪/৫৯)।

৯. হাদীছের অনুসরণ অর্থ আল্লাহ্র অনুসরণ। যেমন আল্লাহ বলেন,

مَن يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا- 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আমরা তাদের উপরে আপনাকে পাহারাদার হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

১০. হাদীছের বিরোধিতায় জাহান্নাম অবধারিত। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (الجن ٢٣)- 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল। সেখানে সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(জিন্ন ৭২/২৩)।*

১১. হাদীছের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালীন জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ২৪/৬৩)।

১২. হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَيَقُوْلُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ- وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ- (النور ٤٧-٤٨)-

‘তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি ও তাঁর আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের মধ্যকার একদল লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়।’ ‘অনুরূপভাবে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালার দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের মধ্যকার একদল লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় *(নূর ২৪/৪৭-৪৮)*। ‘অথচ মুমিনদের কথা এরূপ হওয়া উচিত যে, যখন তাদেরকে ফায়ছালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হবে তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’ (নূর ২৪/৫১)।

(খ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا- (النساء ٦١)- ‘যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা এস ঐ সত্যের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এস রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন যে, তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (বা আপনার নিকটে আসা থেকে লোকদের পথ রুদ্ধ করে দেবে)’ *(নিসা ৪/৬১)*।

১৩. রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তথা হাদীছের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যূন ৪০ জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

১৪. ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছকে আল্লাহ প্রেরিত ‘অহি’ হিসাবেই বিশ্বাস করতেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকটে আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিখাবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য একটা দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও

সেখানে আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন'।[৫]

এখানে তিনটি বিষয় সাব্যস্ত হয় (১) রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় পুরুষ ও নারী সকলে হাদীছ শিক্ষাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন (২) পুরুষের ন্যায় মহিলাগণও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাদীছ শিখতে আসতেন (৩) হাদীছকে তাঁরা সবাই আল্লাহ্র সরাসরি 'অহি' হিসাবে বিশ্বাস করতেন।

১৫. হাদীছের উপরে বিশ্বাস রাখা বা না রাখাই হ'ল মুমিন ও কাফিরের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ ، رواه البخارىُّ– 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন লোকদের মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[৬]

১৬. হাদীছ অমান্য করলে জাহান্নামী হ'তে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى ، رواه البخارىُّ–

'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল 'অসম্মত' কারা? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হ'ল অসম্মত'।[৭]

১৭. হারাম ও হালালের বিধান প্রদানে হাদীছের স্থান কুরআনের ন্যায়। বরং তার চেয়ে বেশী। যেমন গৃহপালিত গাধা, দন্ত-নখরওয়ালা হিংস্র পশু ও পক্ষী কুরআনে হারাম করা হয়নি, অথচ হাদীছে হারাম করা হয়েছে।[৮]

---

৫. বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৬১ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের জন্য ক্রন্দন' অনুচ্ছেদ।
৬. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
৭. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩।
৮. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩; মুসলিম, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০৫, ৪১০৬।

দর্শন। প্রচারিত হয়েছে বাতিল আক্বীদাসমূহ। যেমন, আল্লাহ নিরাকার। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ‘আব্দ ও মা‘বূদে কোন পার্থক্য নেই। যত কল্লা তত আল্লাহ। মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী। তিনি সর্বত্র হাযির-নাযির। পীর-মাশায়েখগণ মরে গিয়েও কবরে বেঁচে থাকেন ও ভক্তদের আবেদন শুনেন ও তা পূরণ করেন’ ইত্যাদি শিরকী বিশ্বাস সমূহ। সেজন্যেই মানুষ ছালাত-ছিয়ামের চাইতে তথাকথিত মা‘রেফত হাছিল, মীলাদ-ক্বিয়াম ও কবরপূজার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে বললে তারা জোরের সাথে বলেন, اَلتَّفْرِيْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَعْبُوْدِ هُوَ الشِّرْكُ بِعَيْنِه– ‘সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্য করাটাই হ’ল প্রকৃত শিরক।’ এজন্য তারা কুরআনের আয়াতের বিকৃত অর্থ করতেও দ্বিধা করেননি। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ‘আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*। এখানে عِبَادِيْ (আমার বান্দাগণ) অর্থ করা হয়েছে عِبَادُ الرَّسُولِ ‘রাসূলের বান্দাগণ’ *(নাঊযুবিল্লাহ)*।[৮৪]

এছাড়াও রয়েছেন অতি সাম্প্রতিক ভারতীয় মুহাদ্দিছ শায়খ হাবীবুর রহমান আ‘যমী হানাফী *(১৩১৯-১৪১৩হিঃ/১৯০০-১৯৯২খৃঃ)*, যিনি হাদীছের উপরে ৪০ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থরাজি সংকলন করেছেন এবং হাদীছের খেদমতে জীবনের ৬০ বছরের অধিক সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু তার মাযহাবী গোঁড়ামীতে কোনই পরিবর্তন আসেনি।[৮৫] ফলে তার এই বিরাট খিদমত পণ্ডশ্রম ব্যতীত কিছুই হয়নি। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন!

পরিশেষে বলব, হাদীছ হ’ল ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় মূল স্তম্ভ। কুরআন ও হাদীছ উভয়েরই হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। অতএব, হাদীছের প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আমাদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাযত করুন- আমীন!

---

৮৪. সাইয়েদ তালেবুর রহমান, আদ-দেউবন্দীয়াহ (রাওয়ালপিণ্ডি, তাবি) পৃঃ ১৮-১৯; গৃহীত : হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (মৃঃ ১২৭৬ হিঃ), শামায়েমে এমদাদিয়া (মাদানী কুতুবখানা, মুলতান, পাকিস্তান) পৃঃ ৩৭, ৭১, ৮১। ব্রেলভীদের আক্বীদা ও ইতিহাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : ইহসান ইলাহী যহীর প্রণীত ‘আল-ব্রেলভিয়াহ : আক্বায়েদ ওয়া তারীখ’ (রিয়াদ : ১৪০৪/১৯৮৪)।

৮৫. যাওয়াবে‘ পৃঃ ৩১৪।

করজোড়ে নিবেদন

সম্মানিত ওলামা ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকটে করজোড়ে নিবেদন, আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না। একজন মুসলমান হিসাবে দায়িত্বের অংশ মনে করে স্রেফ উম্মতের ইছলাহের উদ্দেশ্যে আমরা উপরের বিষয়গুলি আলোচনায় এনেছি। যাতে আখেরাতে মুক্তির সন্ধানী ভাই-বোনদের পথ চলা সহজ হয়।

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ- (هود ٨٨)-

[শুকরিয়াসহ গ্রন্থপঞ্জীর নাম: (১) ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ প্রণীত زوابع في السنة ومكانتها في وجه السنة قديما وحديثا (২) ডঃ মুছত্বফা সাবাঈ প্রণীত دفاع عن السنة التشريع الإسلامي (৩) ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবু শাহবাহ প্রণীত الحديث حجية بنفسه في العقائد قديما وحديثا (৪) শায়খ আলবানী প্রণীত القول البليغ في التحذير من والأحكام (৫) হামূদ বিন আব্দুল্লাহ তাওজীরী প্রণীত جماعة التبليغ (৬) শায়খ ইসমাঈল গুজরানওয়ালা প্রণীত حجیت حدیث (৭) মাওলানা আব্দুর রঊফ নেপালী প্রণীত صيانة الحديث (৮) তাবেশ মাহদী রচিত تبليغي جماعة اور اس کا نصاب (৯) আব্দুর রহমান উমরী প্রণীত نصاب ایک مطالعه (১০) تبليغي মাওলানা মওদূদী রচিত تفهيمات، خطبات (১১) মাওলানা যাকারিয়া প্রণীত فضائل أعمال ও تبليغي نصاب এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থাবলী।]

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ -
اللهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ-

॥ সমাপ্ত ॥

www.ahlehadeethbd.org

(১) আল্লাহ বলেন,

لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ- (النحل ٢٥)-

‘ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে নিজেদের পাপভার এবং ঐসব লোকের পাপভার, যাদেরকে ওরা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। সাবধান! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে’ *(নাহল ১৬/২৫)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ دَعَا إِلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، رواه مسلم-

‘যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করল, তার জন্য ঐ পরিমাণ পুরস্কার রয়েছে, যে পরিমাণ পুরস্কার তার অনুসারীগণ পাবে। তাদেরকে তাদের পুরস্কার হ’তে এতটুকুও কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গুনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গুনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গুনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না’ *(মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫৮, ২১০)*।

(৩) তিনি আরও বলেন,

إِنَّ اللهَ احْتَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ ‘নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতী থেকে তওবার দরজা বন্ধ রাখেন (যতক্ষণ না সে তার বিদ‘আত পরিত্যাগ করে)’ *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬২০)*।

Contents

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০০/=
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
০৩	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
০৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
০৫	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
০৬	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
০৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
০৮	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (৪র্থ সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০০/=
০৯	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
১০	হজ্জ ও ওমরাহ (৩য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২৫/=
১১	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
১২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
১৩	ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৮/=
১৪	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২/=
১৫	হাদীছের প্রামাণিকতা (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩০/=
১৬	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
১৭	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২/=
১৮	তিনটি মতবাদ (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২৫/=
১৯	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
২০	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	
২১	ইনসানে কামেল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
২২	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
২৩	নবীদের কাহিনী-১	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২০/=
২৪	নবীদের কাহিনী-২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০০/=
২৫	নয়টি প্রশ্নের উত্তর	মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (অনু:)	১৫/=
২৬	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী	১০/=
২৭	কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল	আলী খাশান (অনু:)	১৫/=
২৮	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ	নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর (অনু:)	৩০/=
২৯	সূদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	২৫/=
৩০	একটি পত্রের জওয়াব	আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	১২/=
৩১	জাগরণী	আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী	২৫/=
৩২	বিদ'আত হ'তে সাবধান	আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (অনু:)	১৮/=
৩৩	সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী	শেখ আখতার হোসেন	১৮/=
৩৪	Salatur Rasool (sm)	Muhammad Asadullah Al-Ghalib	২০০/=
৩৫	Ahle hadeeth movement What & Why?	Muhammad Asadullah Al-Ghalib	৪০/=
৩৬	Interest	Shah Muhammad Habibur Rahman	৫০/=
৩৭	হাদীছের গল্প	গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.	২৫/=
৩৮	স্থায়ী ক্যালেণ্ডার (২য় সংস্করণ)	গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.	২৫/=
৩৯	জীবনের সফরসূচী (প্রচারপত্র)		১৫/=

Contents